KHATRA ADIBASI MAHAVIDYALAYA

E-CONTENT

DEPARTMENT: MUSIC

SEMESTER: II (PROGRAMME)

SESSION: 2018-2019

SUBJECT: HISTORY OF INDIAN MUSIC

(APMUS/201/C-1B)

TOPIC- MUSIC IN VEDIC PERIOD

NAME OF TEACHER: PROF. SANGITA SARKAR DEY

বৈদিক যুগ(VEDIC PERIOD)

বৈদিক যুগে বেদের মন্ত্রগুলি বা স্তোত্রগুলি সুর করে আবৃতি করা হত। সাধারণত সামবেদকে সংগীতের গ্রন্থ হিসাবে ধরা হয়। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, বিশ্বের সব দেশের সংগীতের উৎস ও প্রেরণার মূলে রয়েছে ভারতীয় সংগীত। আবার ভারতীয় সংগীতের বীজ সামবেদের মধ্যে নিহিত আছে। ঋক্ মন্ত্রে সুর সংযোগ করে সামগানগুলি গাওয়া হত। বৈদিক যুগে সংগীত ছিল বিভিন্ন যাগযজ্ঞের অপরিহার্য অঙ্গ। বৈদিক যুগে সামগানে সর্বপ্রথম তিনটি স্বর ব্যবহৃত হত। সামবেদের স্তোত্র সংখ্যা 1810 টি। নারদের শিক্ষাগ্রন্থে বৈদিক সাত স্বরের নাম পাই। সেগুলি হল – প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্ত্র, অতিশয্য ও তুষ্ট। এই সময় বৈদিক স্বরগুলির চেয়ে লৌকক স্বরগুলি বেশি আদ্রিত ছিল। লৌকিক স্বরগুলি হল—মধ্যম, গান্ধার, ঋষভ, ষড়জ, ধৈবত, নিষাদ ও পঞ্চম। বৈদিকযুগে সংগীত ছাড়া নৃত্য ও বাদ্যের অনুশীলন হত। লৌকিক সংগীতের পরিচয় প্রসঙ্গে — তাল, রাগ, স্বর, গ্রাম মূর্ছনা আলোচিত হয়েছে। পাঁচটি শ্রুতির নাম পাওয়া যায়- দীপ্তা, আয়ত্বা, করুণা, মৃদু ও মধ্যা। বৈদিক যুগে সাত স্বর নির্দেশ করার জন্য বিভিন্ন অঙ্গুলিপর্ব ব্যবহার হত বলেও জানতে পারা যায়।

বৈদিক যুগে আমরা সবচেয়ে প্রাচীন যে গ্রন্থ পাই তাহল ঋকবেদ। ঋকবেদ 10 টি মন্ডল বা অধ্যায়ে বিভক্ত। এই 10 টি মন্ডলে মোট 1028 টি বেদমন্ত্র আছে। মন্ত্রগুলি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের জন্য লিখিত। মন্ত্রগুলি অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কিবমিত্র, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ট প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেশ্যে রচিত। ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ সোমলতা থেকে সোমরস সংগ্রহ করতেন। সামবেদের সুপ্তগুলি বা গানগুলি দেবতা ও ঋষিদের উদ্দেশ্যে গাওয়া হত। এই গানগুলির বিষয়বস্তু প্রশংসাবাত্মক। সামবেদের গানগুলি পাঁচটি অঙ্গে বিভক্ত। এইগুলি হল—প্রস্থা, উদগীথ, প্রতিহার, উপদ্রব ও নিধন। এছাড়া বিভিন্ন ছন্দে সামগান গাওয়া হত,যেমন—গায়ত্রী, পংক্তি, জাগতি প্রভৃতি। পুরোহিতরা যাগযজ্ঞে উচ্চস্বরে মন্ত্রপাঠ করে যজ্ঞাহুতি দিতেন। প্রকৃত সামগানে অংশগ্রহণকারী অভ্যস্ত পুরোহিতদের উদ্‌গাথা পুরোহিত বলা হত।

সামগানের দুটি ভাগ ছিল – (১) পূর্বার্চিক (২) উত্তরার্চিক।

পূর্বার্চিক গানগুলির আবার দুটি ভাগ ছিল—গ্রামগেয় ও অরণ্যগেয় গান। গ্রামগেয় গান সাধারণের জন্য ছিল। যাগযজ্ঞে সর্বসাধারণের জন্য এই গান নির্বাচিত হত। পরে এই গানের প্রসার বৃদ্ধি পায়। মনে করা হয় গ্রামগেয় গান পরবর্তীকালের মার্গসংগীত এবং আরও পরে উচ্চাঙ্গ সংগীতে বিবর্তিত হয়। অরণ্যগেয় গান অরণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণ গাইতেন। অধ্যাত্মবাদ ও অলৌকিক বিষয়বস্তু নিয়ে এই গানগুলি রচিত হয়েছিল। এই গানের অন্তর্ভুক্ত ছিল "অরণ্য-সংহিতা"।

উত্তরার্চিক গানগুলিও দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা— উহ ও উহ্য। এই গানগুলিও অরণ্যগেয় গানের সমপ্রায় ছিল। এই গানগুলির বিষয় সাধারণত রহস্যময় ছিল।

বৈদিকযুগে সাত স্বরের পরিবর্তে তিন স্বরে সংগীত শেষ করা হত। সেগুলি হল – উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। এই স্বরগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দেশক। নারদীয় শিক্ষাগ্রন্থের থেকে জানতে পারা যায় সেই সময় অর্থাৎ সামগানের সময় তিনসপ্তক ও স্বর নিয়ামক স্কেলের ব্যবহার হত।

বৈদিক যুগে পূজা ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠানে করতালি ও নৃত্যের প্রচলন ছিল। সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসাবে এই সময় মৃদঙ্গ ও শততন্ত্রী বীণার পরিচয় পাই। আরও যে সকল বাদ্যযন্ত্র আমরা দেখতে পাই সেগুলি হল বেণু, বাঁশরী, ভেরি, কর্করী, কাণ্ডবীণা, বনস্পতি, গর্গর ইত্যাদি।